ক্লি/প্র

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 OCT 1986
পৃষ্ঠা 3 কলাম 2

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

008

# কয়েকটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট ॥ জরাজীর্ণ ভবন ধ্বসিয়া পড়ার আশংকা

বিভিন্ন বিদ্যালয়ে চেয়ার টেবিল, বেঞ্চসহ অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব রহিয়াছে। বহু বিদ্যালয় সংস্কারের অভাবে ধসিয়া পড়ার আশংকা দেখা দিয়াছে। প্রায় সব কয়টিতে শিক্ষকের অভাব রহিয়াছে।

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) সংবাদদাতা জানান, এই উপজেলার গৌরীপুর সুবল আফতাব উচ্চ বিদ্যালয় ভবনটির ছাদ টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং ছাদের বিভিন্নস্থানে বড় বড় ফাটল ধরিয়াছে।

কুমিল্লা জেলার প্রধান প্রধান মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। এই বিদ্যালয়ে ১২ শত ছাত্র-ছাত্রী রহিয়াছে। এই বিদ্যালয়টির ছাদ ধসিয়া বহু ছাত্র-ছাত্রী মারা যাওয়ার আশংকা রহিয়াছে।

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা জানান, তাহিরপুর উপজেলা

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

## বিদ্যালয়ে শিক্ষক সঙ্কট

(৩য় পৃঃ পর)

সদর উচ্চ বিদ্যালয়টি নানা সমস্যায় জর্জরিত। বিশেষ করিয়া ছাত্রাবাস সমস্যা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়া বিঘ্নিত হইতেছে।

বিদ্যালয়ে প্রায় তিনশত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য মাত্র ৮ জন শিক্ষক রহিয়াছেন। সম্প্রতি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১০ জন ছাত্র নিয়া একটি ছাত্রাবাস চালু করিলেও শতাধিক ছাত্র অনেক দূরবর্তী গ্রাম হইতে বহু কষ্টে আসিয়া লেখা-পড়া চালাইতেছে। অবিলম্বে ছাত্রাবাসের সিট বৃদ্ধির জন্য ছাত্ররা দাবী জানাইয়াছে।

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা জানান, এই জেলার প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত পানখাইয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য সহযোগিতার অভাবে দিন দিন অচল হইয়া পড়িতেছে।

খাগড়াছড়ি পৌর এলাকায় ইহাই একমাত্র বেসরকারী বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইলেও স্কুলঘর সম্প্রসারণের কোন উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না। বিদ্যালয়ে স্থানাভাবে অর্ধেক ছাত্র-ছাত্রীকে বাড়ী ফিরিতে হয়। আসবাবপত্র সঙ্কট ও শিক্ষক সংকট বিরাজ করায় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশে বিঘ্ন ঘটিতেছে। শিক্ষক সংখ্যা বর্তমানে ৫ জন। অঙ্ক, ভূগোল, ইসলামিক, ক্রীড়া, সঙ্গীত ও সেলাই শিক্ষকের পদগুলি খালি। এই বিদ্যালয়টিতে এখনও বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা হয় নাই। ক্রীড়া ও সঙ্গীতের যন্ত্রপাতির অভাব রহিয়াছে।

মাদারীপুর সংবাদদাতা জানান, শরিয়তপুর সদর উপজেলার আঙ্গারিয়া উচ্চ বিদ্যালয় নানা সমস্যায় জর্জরিত। বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে চার শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী লেখা-পড়া করিতেছে। শ্রেণীকক্ষে স্থান সংকুলান সমস্যাই বর্তমানে প্রধান। বসিবার বেঞ্চের অভাবসহ আসবাবপত্রের অভাব প্রকট।

বিজ্ঞান গবেষণাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব রহিয়াছে। ছাত্রদের জন্য কোন হোস্টেল নাই। জরুরী ভিত্তিতে বিদ্যালয়টি সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

মানিকগঞ্জ সংবাদদাতা জানান, প্রায় এক হাজার ছাত্র-ছাত্রী সম্বলিত হরিরামপুর উপজেলার ইব্রাহিমপুর উচ্চ বিদ্যালয়টি পরপর দুইবার নদী ভাঙ্গনে পতিত হওয়ার পর ঝুলঝুড়া হাটের নিকট নীচু জমিতে ঘর তোলা হয়। কিন্তু এই ঘরটিও এবার ঝড়ে পড়িয়া যায়। বর্তমানে একটি ঘর খাড়া আছে যাহাতে স্থান সংকুলান হইতেছে না।

বাগেরহাট সংবাদদাতা জানান, দীর্ঘদিন যাবৎ সংস্কারের অভাবে শতাব্দীকালের প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ বাগেরহাট বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী ভবন ধসিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে। ১৮৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টির রিপন হল লাইব্রেরী হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। চার কক্ষ বিশিষ্ট ভবনে লাইব্রেরী, শিক্ষক মিলনায়তন ও নামাজ কক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বর্তমানে জরাজীর্ণ ছাদ ও দেওয়ালে অসংখ্য ফাটল দেখা দিয়াছে। সামান্য বৃষ্টিতে ছাদ দিয়া পানি পড়িতে থাকায় উহা বন্ধ রাখা হইয়াছে। ১৯৬৪-৬৭ সালে বিদ্যালয়ের অন্য দুইটি ভবন দ্বিতল করা হয়। কিন্তু ইহা সংস্কারের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয় নাই।

অধ্যয়নরত সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীর এই বিদ্যাপীঠে প্রয়োজনীয় কক্ষ ও আসবাবপত্রের অভাবে সেকশন খোলা সম্ভব হইতেছে না। বিজ্ঞান ও ভূগোল শিক্ষার উপকরণের অভাব রহিয়াছে। কতগুলি বেঞ্চ শতাব্দীকালের পুরাতন।

রংপুর সংবাদদাতা জানান, সদর উপজেলার খারুয়াবাধা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে চেয়ার, টেবিল ও বেঞ্চসহ অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব রহিয়াছে। ইহাতে বিজ্ঞান বিভাগ চালু থাকিলেও যন্ত্রপাতির অভাব রহিয়াছে। বিদ্যালয়টি সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

নবাবগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা জানান, নবাবগঞ্জ ও দোহার উপজেলায় বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় নানা সমস্যায় জর্জরিত। নবাবগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি একটি টিনের ঘরে কোন রকমে দীর্ঘদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। যেকোন সময় বিদ্যালয়টি ঝড় ও বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। বক্সনগর গালিমপুর, আগলা, কলাকোপা, দুধঘাটা, বান্দুরা, শোল্লা, নয়াকান্দা, ছুড়াইন, গোল্লা ও দোহার উপজেলার মুকসেদপুর, জয়পাড়া ও নারিশা উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল শ্রেণীকক্ষ, বিজ্ঞানাগার, খেলার মাঠ, শৌচাগার ছাড়াও শিক্ষকের অভাব রহিয়াছে। নবাবগঞ্জ উপজেলায় আগলা কবি কায়কোবাদ বালিকা বিদ্যালয়টির একটি পাকা ভবন নির্মাণের পর কয়েক দিনের মধ্যেই উহা ধ্বসিয়া পড়ে। এই বিদ্যালয় ভবনটির শ্রেণী কক্ষের নির্মাণ কাজে কারচুপি হইয়াছে বলিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও স্থানীয় লোকজন অভিযোগ করেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বিদ্যালয়টি পুনঃ মেরামতে হাত দেওয়া হয় নাই।